জসিম উদ্দীন রাহমানীর কাছে প্রশ্ন

১. আপনি যে জিহাদ ও ক্বিতালের অপব্যাখ্যা করে মুসলিমদের জঙ্গীবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা কোন মুহাদ্দিসের বই থেকে অনুসরণ করেছেন ? না নিজে নিজে ব্যাখ্যা দাড় করেছেন ?

১. উঃ আমি কোন্ হাদীসের অপব্যখ্যা করেছি তা নির্দিষ্ট করে বলুন। সংশোধন করে নিব ইনশা-আল্লাহ।

২. উঃ ২ নং পয়েন্ট নেই! ভুলে গেলেন নাকি?

৩. আপনি যে জঙ্গীবাদী নন, তাহলে বলুন বাংলা ভাই, আবদুর রহমানের পথ ও পদ্ধতির সাথে আপনার কোথায় অমিল ?

৩. উঃ আমি কুরআন সুন্নাহর কথা বলি, কার সাথে মিল আর কার সাথে অমিল, তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে যেমন আপনার সাথে মিলে আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্যের সাথে মিলে তাতে সমস্যা কোথায়?

৪. অন্য সকল ক্ষেত্রে হাদীসের জাল যইফ মানতে হবে কিন্তু ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে নয় এই মূলনীতি আপনি কোথায় পেলেন ?

৪. উঃ এই মূলনীতি আমি কোথায় ঘোষনা করেছি, অনুগ্রহ করে বলুন। বরং আমি তো জাল-যঈফ ত্যাগ করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী মুসলিম হয়েছি। আপনাকে বরং এরকম কারও পক্ষে মূলনীতি আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

৫. আপনি নাবী কারীম (সা) এর অবমাননার সময় এক বক্তৃতায় ক্বিতাল করতে উৎসাহ করেছেন তাহলে আপনি নিজে কেনো করেন না ?

৫. উঃ আপনি আমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমি কি করি আর না করি তা আপনি জানেন না। আপনার অজ্ঞতা আমার কোন কাজ না করা প্রমান করে না।

৬. আপনি একজন আমীরের নিকট বাইয়াত করে জিহাদ ও ক্বিতাল করতে হবে , আপনি কার নেতৃত্বে করছেন ?

৬. উঃ আমি যেহেতু এ বিষয়ে বক্তব্য রাখি সেহেতু আপনাকে অবশ্যই বুঝা উচিৎ যে, আমি নিশ্চয় কারও নেতৃত্বে কাজ করছি।

৭. আপনি প্রচলিত নীতির বিপক্ষে কথা বলছেন কিন্তু সরকার আপনাকে কেনো গ্রেফতার করছে না ? অথচ আপনার মতে যারা রাস্ত্রীয় শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন না (যদিও কথাটি ডাহা মিথ্যা) তাদেরকে সরকার গ্রেফতার করে অনেক গুলো মামলা দিচ্ছে । তাহলে কি ধরে নিবো আপনি সরকারের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছেন ?

৭. উঃ আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। না জেনে কারও উপর এরূপ মন্তব্য করা সম্পর্কে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেনঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات : ١٢]

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু। (সূরা হুজরাত: ৪৯:১২)

৮. আপনি লেকচারে দাবী করেছেন যে, শায়খ মতিউর রহমান মাদানী আপনার বন্ধু তা কেমন বন্ধু ? আপনি এও বলেছেন তিনি তাওহীদের একটি অংশ মানেন আর একটি অংশ মানেন না । যিনি তাওহীদের সম্পূর্ণ অংশ মানেন না তিনি আপনার দৃষ্টিতে কি মুসলিম না মুশরিক ? এমন লোক কিভাবে আপনার বন্ধু হতে পারে ? না বন্ধুত্বের দাবীটি পুরোই ভাওতাবাজি ?

৮. উঃ শায়খ মতিউর রহমান মাদানী একজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও দায়ী। তিনি কুরআন এর কিছু অংশ মানেন না এমন কথা আমি বলি নাই, আমি বলেছি তিনি কিছু অংশ বলেন আর কিছু অংশ বলেন না বা এড়িয়ে যান, তিনি একজন তাওহীদবাদী আলেম সে হিসেবে তাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আমার পরিচয় আছে। বন্ধু পরিচয় দেয়ায় যদি উনার আপত্তি থাকে তাহলে উড্ড করলাম। আর যদি আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি হয় তাহলে থাকুক, আমার কিছুই করার নেই।

৯. আপনি অভিযোগ করেছেন আহলে হাদীসরা রাস্ত্রীয় শিরক নিয়ে কথা বলে না এটি আপনার অনুমান না জেনে শুনে কথা বলেছেন ? যদি জেনে শুনে বলে থাকেন তাহলে আমি জানতে চাই আসাদুল্লাহ আল গালিব রচিত বইগুলো পড়েছেন ? যদি না পড়ে থাকেন তাহলে মন্তব্য করলেন কেনো ? যদি পড়ে থাকেন তা হলে বলবো আপনি চোখ থাকতে অন্ধ। এছাড়াও ড.মুজাম্মিল আলী

রচিত শিরক কি ও কেনো বইটি পড়েছেন ? এবইটিতে সকল প্রকার শিরক -এর উল্লেখ করা রয়েছে। এছাড়া আত-তাহরীকে অনেকবার শিরক নিয়ে লেখা রয়েছে সেই সাথে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের শিরক নিয়ে অনেক লেকচার রয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয় তবে গুগল সার্চ দিয়ে দেখুন। না তাও দিতে পারবেন না ?

৯. উ: আমি আপনাদের মত শায়খদের কথা-বার্তা ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে যতটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি তাতে এটাই বুঝেছি। আর যতটুকু অস্পষ্ট ছিল তাও আপনার এই প্রতিবাদ লিপির মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়েছি। আপনারা রাষ্ট্রীয় শিরকের বিরুদ্ধে কথা বললে খাওয়ারেজ বলেন। যাক তারপরও আপনারা রাষ্ট্রীয় শিরক নিয়ে কথা বলেন জেনে আনন্দিত হলাম। আর আপনি যে বই গুলোর কথা বলেছেন সেগুলো একটু কষ্ট করে সরবরাহ করতে পারলে খুশি হতাম।

১০. আপনি বলেছেন আহলে হাদীসরা তাওহীদের কিছু অংশের দাওয়াত দেয় আর জিহাদের ব্যাপারে পিছিয়ে পক্ষান্তরে দেওবন্দীরা এগিয়ে। আপনি কি ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসনের সময়ের ইতিহাস পড়েন নি ? ঐতিহাসিক বালাকোট দিবস দিয়ে শুরু হয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের সাথে কারা জড়িত ছিলো ? পড়ে নিবেন। এছাড়া মীর নিসার আলী তিতুমীর, শহীদুল্লাহ ফরায়েজীর আন্দোলনে কাদের আন্দোলন ছিলো ?

১০. উ: আমার জানা মতে ভারত বর্ষের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দী আলেমরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। বর্তমানেও বিশ্বে জিহাদের নেতৃত্ব তারাই দিচ্ছে। তালেবান মূলত: দেওবন্দীদেরই সংগঠন। আমি তালেবান আল কায়েদা কে মুজাহিদ বলে জ্ঞান করি। জানিনা আপনি তাদের কি মনে করেন।

১১. আপনি বলেছেন সালাফীরা জোরে আমীন না বললে, রাফউল ইয়াদাইন না করলে কাফির বলে ফতোয়া দেয় , আমি জানতে চাই কোন সালাফী আলেম এই রকম ঘোষণা কখন কোথায় দিয়েছেন তা উল্লেখ করুন। যদিও দিয়েই থাকে তাহলে এজন্য সব সালাফীদের দোষ দেয়া যাবে কি করে ? বরং আপনি কথায় কথায় তাকফির করে থাকেন সালাফীরা এ ব্যাপারে বেশ ধীর স্থীরতা অবলম্বন করে।

১১. উ: আপনি আমার কোন লেখা বা বক্তব্যে শুনলেন যে, আমি সব সালাফীদের ব্যাপারে বলেছি যে, তারা জোরে আমিন না বললে বা রাফউল ইয়াদাইন না করলে কাফির বলে? বরং আমার বক্তব্যে বলা আছে যে, কিছু আহলে হাদীস, যেমন; লালবাগ, বাড্ডা এলাকায় নাফিস, ইকবালদের নেতৃত্বে কিছু লোকদের নামও উল্লেখ করেছি। আর আমি কথায় কথায় তাকফীর করি কাদেরকে? আপনি আমার কিতাবুল আক্বাঈদ পড়েছেন? সেখানে উসূলে তাকফীর নিয়ে আলোচনা করেছি। পড়ুন, তারপর যদি সত্যিই কোন ভুল থাকে দলিল-প্রমান সহ জানান, সংশোধন করে নিব। ইনশাআল্লাহ, আপনার মত সমালোচকদের স্বাগত জানাই।

প্রশ্ন গুলোর সরাসরী উত্তর চাই আমি। লেকচারে চাই না কারণ উত্তর গুলো চাই পয়েন্ট টু পয়েন্ট আপনি লেকচারে মাঝে মাঝে উত্তর দিবেন আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তা আমার কাম্য না। সেটি করলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হবে না। যেমন আমি ১১টি পয়েন্ট উল্লেখ করেছি সেখান থেকে আমি প্রতিটি প্রশ্নের আলাদা আলাদা প্যারা করে উত্তর চাই। এরপর আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মতামত, গালাগালি, অভিযোগ, পরামর্শ, প্রশ্ন করতে পারেন।

আপনার উত্তর দেয়া হলো তবে আপনার পয়েন্ট কিন্তু ১১ টা নয় দশটা। যেভাবে মাঝখান থেকে দুই নম্বর পয়েন্ট ঝড়ে গেছে তেমনিভাবে রাসূল (সা:) এর জীবন ও সুন্নাহ থেকে কি জাহাদ ও ঝড়ে গেছে? আর জিহাদের কথা বললেই কি আপনাদের খারাপ লাগে?

জসিম উদ্দীন রাহমানী সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন

ইনার আকীদায় তেমন সমস্যা নেই। তবে জিহাদ ও ক্বিতালের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জঙ্গীবাদীদের ব্যাখ্যা। বিগত বাংলা ভাই ও শায়খ আব্দুর রহমানের সাথে কোন পার্থক্য নেই। বরং এদেরে পরবর্তী অনুসারী। ইনিও তাদের মতো অন্যদেরে জিহাদে অংশগহন করতে বলবে কিন্তু নিজেরা আবার জিহাদ না করে ধরা দিবে। নিজে কোন জিহাদ ও ক্বিতাল করছেন না বসে বসে খুতবা দিচ্ছেন আর বই লিখছেন আর টাকা কামাচ্ছেন। তার আমীর কে তাও প্রকাশ করছে না। রহস্যজনক কারণে এরকম জঙ্গীবাদী বক্তব্য দেয়া সত্বেও সরকার তাকে গ্রেফতার করছে না। যদিও তিনি ও তার সাগরেদরা দাবী করে থাকেন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাকে আটকে রাখা হয় না। সেখানে তার সাথে সরকারের চেলাদের কি সলাপরামর্শ হয় আল্লাহই জানে। না হলে গ্রেফতার

হওয়ার পর ছাড়া পাবার পর (তাদের দাবী অনুযায়ী) তেমন ক্লান্ত মনে হয় নি বরং বেশ প্রফুল্ল মনে হয়েছে।

তিনি সরকারের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে তাওহীদের দাওয়াতের সুবাতাস বইছে। এটি সরকার বন্ধ করার জন্য তাকে ব্যবহার করার ষঢ়যন্ত্র করছে। তাকে নিয়ে আগেরবারের মতো জঙ্গী হামলা করে পুরো দায়ভারটি ফেলবে আহলে হাদীস বা সালাফীদের উপর । তারপর এই তাওহীদের আন্দোলনকে দমাতে চেস্টা করবে। এজন্য বর্তমানে অনেক অভিযোগ করলেও গত চারদলীয় জোট সরকারের মতো এই সরকারও তার ব্যাপারে কোন অভিযোগই কানে নিচ্ছে না। কিন্তু যখন তাদের ষড়যন্ত্রে প্রয়োজন হবে তখন ঠিকই ব্যবহার করবে।

আর একটি ব্যাপার আকীদা গত ব্যাপারে ত্রুটি নেই যারা মনে করছেন তাদের বলি তার আকীদা খাওয়ারেজদের আকীদা। আর আমলগত ত্রুটির তো অনেক।

তাই জসিম উদ্দীন ও তার গংদের প্রতি আহবান এই জঙ্গীবাদী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকুন। সেই সাথে অন্যান্যদেরকেও বলছি তার বক্তব্য শুনা ও অনুসরণ থেকে বিরত থাকুন। সালাফী আলেমদের প্রতি আমার আহবান এই আলেমের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে সচেতন করতে। নতুবা আরেক বাংলা ভাই ও আব্দুর রহমান আসবে এবং সকল দোষ গিয়ে পড়বে আপনাদের উপরই । তখন কিন্তু দায় এড়াতে পারবেন না।

মূল্যায়নের মূল্যায়ন:

আপনার কথা স্ব-বিরোধী ।

(১) আপনি প্রথমে লিখেছেন "ইনার আক্বীদায় তেমন সমস্যা নেই" আবার শেষে লিখেছেন "তার আক্বীদা খাওয়ারেজদের আক্বীদা ।" তাহলে আপনি কি খাওয়ারেজদের আক্বীদাকে তেমন কোন সমস্যা মনে করেন না?

(২) "আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু আটকে রাখা হয় না" এতে প্রমান হয় আমি সরকারের ক্রীড়নক । তাহলে কি আপনার যে সকল নেতাদের গ্রেফতার করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারাও সরকারের ক্রীড়নক, তাদের সাথে সরকারের চেলাদের কি পরামর্শ হয়েছে তা আল্লাহই জানেন । তাই আপনারাও আপনাদের নেতাদের থেকে সাবধান । তারা কিন্তু যে কোন মূহুর্তে আপনাদেরকে বিপদে ফেলতে পারে ।

(৩) আপনি একজন বিজ্ঞ (?) লোক হয়ে কিভাবে একটা ডাহা মিথ্যা কথা বললেন? আপনি কি জানেন ঐ বাহাসটির ব্যাপারে কারা চুক্তি করেছিল? তারপর কারা ঐখানে ১৪৪ ধারা জারী করলো? কারা ঐ দিন বাতিলের ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল? কারা নিজেদের মসজিদে তালা লাগিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল? জানুন, জেনে শুনে কথা বলার চেষ্টা করুন । খামাখা কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ/অপবাদ দিবেন না । আপনি ঐ মসজিদের তৎকালীন ইমাম (আব্দুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করুন । ঐ মসজিদের কমিটির লোকদের জিজ্ঞাসা করুন । তাহলেই সঠিক খবর জানতে পারবেন ।

জসীমুদ্দীন রাহমানী ঐদিন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল । শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল কিন্তু যারা আয়োজন করেছিল তাদের কোথাও খুজে পাওয়া যায়নি, তাই বলছি আল্লাহকে ভয় করুন । অন্যের বদনাম করবেন না । আর আমার দ্বারা আপনাদের ক্ষতি হবে? কেন হবে? আমি তো কোথাও বলি নাই যে, আমি আহলে হাদীস, আমি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সকল আহলে হাদীসদের জানাতে চাই যে, আমি আহলে হাদীস নই । আমি একজন মুসলিম । আমার আর কোন পরিচয় নেই ।

(৪) **আপনার লেখায় আপনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের কাছে ও আমার বিরুদ্ধে আপনারা অভিযোগ করেছেন । আবার বর্তমান সরকারের কাছেও অনেক অভিযোগ করেছেন ।** (ওহ! তাহলে সেই মিথ্যা অভিযোগকারী লোকগুলো আপনারাই । অথচ আমি এতদিন পর্যন্ত দেওবন্দী, চরমোনাই, তাবলীগ পন্থীদের এজন্য দায় মনে করতাম ।

(৫) আপনার তো মুলত: সরকারের গোয়েন্দ বিভাগে চাকুরী নেওয়া উচিৎ । কারন আপনার মত যারা মিথ্যা কাহিনী রচনা করতে পারে তাদেরই তো বর্তমানে জয়জয়কার অবস্থা ।

(৬) আপনি আমাকে খাওয়ারেজদের আক্বীদার লোক বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু কোন আক্বীদাটা খাওয়ারেজদের আক্বীদা তা কিন্তু লিখেন নাই ।